সাপ্তাহিক পুস্তিকা: ২৪২
WEEKLY BOOKLET:242

আমীরে আহলে সুন্নাত হযরত আল্লামা মুহাম্মদ ইলইয়াস কাদেরী دامت برکاتہم العالیہ
এর লিখিত "ফয়যানে রমযান" থেকে রমযানুল মোবারক সম্পর্কে বিভিন্ন বাণী:

রমযানের মহিমা

রমযান মাসে চারটি কাজ অধিকহারে করো ৫
পাঁচটি জিনিস যা পূর্ববর্তী কোন নবী পায়নি ৮
ঐ ব্যক্তি যার আহারের কোন হিসাব হবে না ২০
রমযান মাসে প্রিয় নবীর দানশীলতা ২২

শায়খে তরীকত, আমীরে আহ্‌লে সুন্নাত,
দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল
ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী دامت برکاتہم العالیہ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَام عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

রমযানের মহিমা

আত্তারের দোয়া: হে মুস্তফা صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতিপালক! যে ব্যক্তি এই পুস্তিকা **"রমযানের মহিমা"** পড়ে বা শুনে নিবে, তাকে রমযান মাসকে গুরুত্ব প্রদানকারী বানিয়ে দাও এবং সারা জীবন গুনাহ থেকে বেঁচে থেকে নেকীর মধ্যে জীবন অতিবাহিত করার তাওফিক দান করো। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

দরূদ শরীফ না পড়ার পরিণাম

নবী করীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি রমযান মাস পেলো আর সেটার রোযা রাখলো না, সে ব্যক্তি হতভাগা। যে ব্যক্তি নিজের মাতা-পিতা বা কোন একজনকে পেলো আর তাদের সাথে সদাচারণ করলো না, সেও হতভাগা এবং যার নিকট আমার আলোচনা হলো, সে আমার প্রতি দরূদ পাঠ করলো না, সেও হতভাগা।

(মু'জাম আওসাত, ২/৬২, হাদীস: ৩৮৭১)

تُوْبُوْا اِلَى اللّٰه! اَسْتَغْفِرُ اللّٰه
صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

দুইটি নূর

বর্ণিত আছে: **আল্লাহ পাক** হযরত মূসা কলিমুল্লাহ عَلَيْهِ السَّلَام কে ইরশাদ করলেন: আমি উম্মতে মুহাম্মদীকে দুইটি নূর দান করেছি যাতে তারা দুইটি অন্ধকারের ক্ষতি থেকে নিরাপদ থাকে। মূসা কলিমুল্লাহ عَلَيْهِ السَّلَام আরয করলেন: **হে আল্লাহ পাক!** সে দুইটি নূর কী কী? ইরশাদ করলেন: (একটি) রমযানের নূর ও (একটি) কুরআনের নূর। হযরত মূসা عَلَيْهِ السَّلَام আরয করলেন: দুইটি অন্ধকার কী কী? ইরশাদ করলেন: একটি হলো কবরের আর দ্বিতীয়টি হলো কিয়ামতের (অন্ধকার)। (দররাতুন নাসেহীন, ৯ পৃষ্ঠা)

আসিউ কি মাগফিরাত কা লে কর আয়া হে পায়াম
ঝুম যাও মুজরিমো! রমযাঁ মাহে গুফরান হে

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

রোযার মাধ্যমে সুস্থতা লাভ হয়

আমীরুল মুমিনীন মাওলায়ে কায়েনাত, হযরত আলীউল মুরতাদা শেরে খোদা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ হতে বর্ণিত; **আল্লাহ পাকের** প্রিয় রাসূল صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: নিশ্চয় **আল্লাহ পাক** বনী ইসরাইলের একজন নবী عَلَيْهِ السَّلَام এর নিকট অহী প্রেরণ করলেন: আপনি আপনার সম্প্রদায়কে

www.dawateislami.net

বলে দিন, যেই বান্দা আমার সন্তুষ্টির জন্য একদিন রোযা রাখবে, আমি তার শরীরে সুস্থতাও দান করবো আর তাকে মহা প্রতিদানও দান করবো। (শুয়াবুল ঈমান, ৩/৪১২, হাদীস: ৩৯২৩)

দো'জাহা কি নিয়ামতে মিলতি হে রোযাদার কো
জু নেহী রাখতা হে রোযা ওহ বড়া নাদান হে

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

রমযানের মহিমা সম্বলিত প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم 'র ৩১টি বাণী

(১) হযরত সালমান ফারসী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বলেন; নবীয়ে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم শা'বান মাসের সর্বশেষ দিন বয়ান করেন: "হে লোকেরা! তোমাদের নিকট ফযীলত ও বরকতপূর্ণ মাস আগমণ করেছে, যেটাতে একটি রাত (এমনও রয়েছে যেটা) হাজার মাসের চেয়েও উত্তম, এই (মোবারক মাসের) রোযা **আল্লাহ পাক** ফরয করেছেন এবং এর রাতে কিয়াম (অর্থাৎ তারাবীহ) পড়া تَطَوُّع (অর্থাৎ সুন্নাত), যে এটাতে নেকীর কাজ করে তবে এরকমই যেমন অন্য কোন মাসে ফরয আদায় করে। এতে যে ফরয আদায় করে, অন্য কোন মাসে সত্তর ফরয আদায় করার মতো। এটা হলো ধৈর্য্যের মাস আর ধৈর্য্যের প্রতিদান হলো জান্নাত। এটা

www.dawateislami.net

হলো কল্যাণের মাস এবং এই মাসে মুমিনের রিযিক বৃদ্ধি করে দেয়া হয়। যারা এই মাসে রোযাদারকে ইফতার করাবে, তার গুনাহের জন্য মাগফিরাত ও তাকে (জাহান্নামের) আগুণ থেকে মুক্ত করে দেয়া হবে। আর যে ইফতার করাবে, সে এতোটুকু সাওয়াব পাবে যতোটুকু সাওয়াব রোযা পালনকারী পাবে, তার সাওয়াবের মধ্যে কোন কমতি হবে না।" আমরা আরয করলাম: **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আমাদের মধ্যে প্রত্যেকে তো রোযাদারকে ইফতার করানোর সামর্থ্য রাখে না। **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: **আল্লাহ পাক** তো এই সাওয়াব তাকেও দিবেন, যে এক চুমুক দুধ অথবা একটি খেজুর অথবা এক চুমুক পানি দ্বারা রোযাদারকে ইফতার করাবে আর যে রোযাদারকে পেট ভর্তি করে আহার করালো, তাকে **আল্লাহ পাক** আমার হাউজ (কাউসার) থেকে পান করাবেন। (যার ফলে সে) জান্নাতে প্রবেশ করা পর্যন্ত কখনো পিপাসার্ত হবে না। এটা ঐ মাস, যেটার প্রথম দশদিন রহমত আর মধ্যবর্তী দশদিন মাগফিরাত এবং শেষ দশদিন হলো জাহান্নাম থেকে মুক্তি। যে নিজের গোলামকে এই মাসে সহজতা দান করবে (অর্থাৎ কাজ কমিয়ে দিবে) **আল্লাহ পাক** তাকে ক্ষমা করে দিবেন ও জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিবেন। এই মাসে চারটি কাজ

www.dawateislami.net

অধিকহারে করো। এগুলোর মধ্যে দুইটি এমনই যেগুলোর মাধ্যমে তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে সন্তুষ্ট করবে সেগুলো হলো: (১) لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰه এর সাক্ষ্য দেয়া (২) ক্ষমা প্রার্থনা করা। আর যে দুইটি বিষয় থেকে তোমরা অমুখাপেক্ষী নও, তা হলো: (১) **আল্লাহ পাকের** কাছে জান্নাত চাওয়া ও (২) জাহান্নাম থেকে **আল্লাহ পাকের** নিকট আশ্রয় চাওয়া।

(শুয়াবুল ঈমান, ৩/৩০৫, হাদীস: ৩৬০৮। সহীহ ইবনে খুযাইমা ৩/১৯২, হাদীস: ১৮৮৭)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

(২) যখন রমযান মাসের প্রথম রাত আসে, তখন আসমানের দরজা খুলে দেয়া হয় আর শেষ রাত পর্যন্ত বন্ধ করা হয় না। যেকোন বান্দা এই মোবারক মাসে যেকোন রাতে নামায আদায় করে, তবে **আল্লাহ পাক** তাকে প্রত্যেকটি সিজদার বিনিময়ে পনেরশত (১৫০০) সাওয়াব লিখে দেন এবং তার জন্য জান্নাতে লাল পদ্মরাগ পাথরের ঘর নির্মাণ করেন। আর যে কেউ রমযান মাসের প্রথম রোযা রাখে, তবে তার পূর্ববর্তী গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হয়, আর তার জন্য সকাল থেকে সন্ধা পর্যন্ত ৭০ হাজার ফেরেশতা মাগফিরাতের দোয়া করতে থাকে। রাত ও দিনে যখনই সে সিজদা করে, প্রতিটি সিজদার বিনিময়ে তাকে (জান্নাতে) একটি এমন বৃক্ষ

www.dawateislami.net

দান করা হয়, সেটার ছায়া (ঘোড়ার উপর) আরোহী ব্যক্তি পাঁচশত বছর পর্যন্ত চলতে থাকবে। (শুয়াবুল ঈমান, ৩/৩১৪, হাদীস: ৩৬৩৫)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

(৩) যখন রমযানের প্রথম রাত আগমণ করে, তখন **আল্লাহ পাক** নিজের সৃষ্টিকুলের প্রতি রহমতের দৃষ্টি দান করেন আর যখন **আল্লাহ পাক** কোন বান্দার প্রতি রহমতের দৃষ্টি দান করেন তখন তাকে কখনো আযাব দিবেন না। আর প্রতিদিন দশ লক্ষ গুনাহগারকে জাহান্নাম থেকে মুক্ত করে দেন এবং যখন ঊনত্রিশতম রাত আগমন করে তখন পুরো মাসে যতো সংখ্যক (লোককে) মুক্তি দিয়েছেন তাদের সমপরিমাণ (বান্দাকে) এক রাতেই মুক্তি দান করেন। অতঃপর যখন ঈদুল ফিতরের দিন আসে, ফেরেশতারা আনন্দ প্রকাশ করে আর **আল্লাহ পাক** নিজের নূরের বিশেষ তাজাল্লী প্রদান করেন এবং ফেরেশতাগণকে বলেন: "হে ফেরেশতার দল! ঐ শ্রমিকের পারিশ্রমিক কী হতে পারে, যে তার কাজ সম্পন্ন করেছে?" ফেরেশতাগণ আরয করে: "তাকে পরিপূর্ণ প্রতিদান দেয়া হোক।" **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করেন: "আমি তোমাদের সাক্ষী করছি যে, আমি তাদের সকলকে ক্ষমা করে দিলাম। (জমউল জাওয়ামে, ১/৩৪৫, হাদীস: ২৫৩৬)

www.dawateislami.net

ইসইয়া ছে কভী হাম নে কিনারা না কিয়া
পর তুনে দিল আযুরদাহ হামারা না কিয়া
হাম নে তু জাহান্নাম কি বহুত কি তাজভীয
লেকিন তেরী রহমত নে গাওয়ারা না কিয়া

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

(৪) নিশ্চয় জান্নাতকে বছরের শুরু থেকে আগামী বছর পর্যন্ত রমযানুল মোবারকের জন্য সাজানো হয়, আরো ইরশাদ করেন: রমযান শরীফের প্রথম দিন জান্নাতের বৃক্ষসমূহ থেকে বড় বড় চক্ষু বিশিষ্ট হুরদের উপর বাতাস প্রবাহিত হয় এবং তারা আরয করে: "হে **আল্লাহ পাক**! তোমার বান্দাদের মধ্য হতে এমন বান্দাদেরকে আমাদের স্বামী বানিয়ে দাও যাদেরকে দেখে আমাদের চক্ষু শীতল হবে এবং যখন তারা আমাদেরকে দেখবে তখন তাদের চক্ষুও যেন শীতল হয়।" (শুয়াবুল ঈমান, ৩/৩১২, হাদীস: ৩৬৩৩)

আবরে রহমত ছা গেয়া হে আওর সামাঁ হে নূর নূর
ফযলে রব ছে মাগফিরাত কা হো গেয়া সামান হে

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

(৫) আমার উম্মতকে রমযান মাসে পাঁচটি এমন জিনিস দান করা হয়েছে, যা আমার পূর্ববর্তী অন্য কোন নবী

www.dawateislami.net

عَلَيْهِ السَّلَام কে প্রদান করা হয়নি: (১) যখন রমযানুল মোবারকের প্রথম রাত আগমন করে, তখন **আল্লাহ পাক** তাদের প্রতি রহমতের দৃষ্টি দান করেন আর যার প্রতি **আল্লাহ পাক** রহমতের দৃষ্টি দান করেন, তাকে কখনো আযাব দিবেন না। (২) সন্ধ্যায় তাদের মুখের গন্ধ (যা ক্ষুধার কারণে সৃষ্টি হয়) **আল্লাহ পাকের** নিকট মেশকের সুগন্ধির চেয়েও উত্তম। (৩) ফিরেশতারা প্রত্যেক রাতে ও দিনে তাদের জন্য মাগফিরাতের দোয়া করতে থাকে (৪) **আল্লাহ পাক** জান্নাতকে নির্দেশ দেন: "আমার (নেককার) বান্দাদের জন্য সজ্জিত হয়ে যাও অতিশীঘ্রই তারা দুনিয়ার কষ্ট থেকে আমার ঘর ও অনুগ্রহে প্রশান্তি লাভ করবে।" (৫) যখন রমযান মাসের সর্বশেষ রাত আগমন করে, তখন **আল্লাহ পাক** সকলকে ক্ষমা করে দেন। উপস্থিতদের মধ্য হতে একজন দাঁড়িয়ে আরয করলো: **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! এটা কি লায়লাতুল কদর? ইরশাদ করলেন: না, তোমরা কি দেখো না, যখন শ্রমিকরা নিজের কাজ সম্পন্ন করে নেয়, তখন তাদেরকে পারিশ্রমিক দেয়া হয়। (শুয়াবুল ঈমান, ৩/৩০৩, হাদীস: ৩৬০৩)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

(৬) রমযান শরীফের প্রতি রাতে সুবহে সাদিক পর্যন্ত একজন আহবানকারী (অর্থাৎ ঘোষণাকারী ফেরেশতা) এরূপ ঘোষণা করে: হে কল্যাণকামী! ইচ্ছাকে দৃঢ় করে নাও ও আনন্দিত হয়ে যাও। আর হে মন্দ কাজের ইচ্ছাপোষণকারী! মন্দ কার্যাদি থেকে বেঁচে থাকো। কেউ কি আছো মাগফিরাতের আকাঙ্ক্ষী! কেননা তার চাওয়া পূরণ করা হবে। কেউ কি আছো তাওবাকারী! তার তাওবা কবুল করা হবে। কেউ কি আছো প্রার্থনাকারী! তার প্রার্থনা কবুল করা হবে। কেউ কি আছো চাওয়ার! তার চাওয়া পূরণ করা হবে। **আল্লাহ পাক** রমযানুল মোবারকের প্রতিটি রাতে ইফতারের সময় ষাট হাজার (৬০,০০০) গুনাহগারদের জাহান্নাম থেকে মুক্তি দান করেন এবং ঈদের দিন পুরো মাসের সমপরিমাণ গুনাহগারকে ক্ষমা করে দেন। **(শুয়াবুল ঈমান, ৩/৩০৪, হাদীস: ৩৬০৬)**

ওয়াসেতা রমযান কা ইয়া রব হামে তু বখশ দে
নেকীউ কা আপনে পল্লে কুছ নেহী সামান হে

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

(২) রমযান মাসে (পরিবারের সদস্যদের জন্য) ব্যয়কে বাড়িয়ে দাও কেননা রমযান মাসে ব্যয় করা **আল্লাহ পাকের** রাস্তায় ব্যয় করার মতো।

(ফাযায়েলে শাহরে রমযান মাআ মাওসুআতু ইবনে আবিদ দুনিয়া, ১/৩৬৮, হাদীস: ২৪)

www.dawateislami.net

ভাই বেহনো! গুনাহো ছে সভী তাওবা করো
খুলদ কে দর খুল গেয়ে হে দাখেলা আসান হে

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

(৮) রোযা ও কুরআন বান্দার জন্য কিয়ামতের দিন সুপারিশ করবে। রোযা আরয করবে: "হে **আল্লাহ পাক**! আমি তাকে খাবার ও কুপ্রবৃত্তি থেকে দিনের বেলায় বিরত রেখেছি, আমার সুপারিশ তার পক্ষে কবুল করো।" কুরআন বলবে: "আমি তাকে রাতের বেলায় ঘুমানো থেকে বিরত রেখেছি, আমার সুপারিশ তার পক্ষে কবুল করো।" অতএব উভয়ের সুপারিশ কবুল করা হবে।

(মুসনদে ইমাম আহমদ, ২/৫৮৬, হাদীস: ৬৬৩৭)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

(৯) যে ব্যক্তি মক্কা শরীফে রমযান মাস পেলো ও রোযা রাখলো আর রাতে যথাসম্ভব ইবাদত করলো, তবে **আল্লাহ পাক** তার জন্য অন্যান্য স্থানের এক লক্ষ রমযানের সাওয়াব লিপিবদ্ধ করবেন। আর প্রতি দিন একজন গোলাম মুক্ত করার সাওয়াব ও প্রতি রাতে একজন গোলাম মুক্ত করার সাওয়াব এবং প্রতিদিন লড়াইয়ের মধ্যে ঘোড়ার উপর আরোহন করার সাওয়াব, ও প্রতিদিন ও রাতে সাওয়াব লিপিবদ্ধ করবেন। **(ইবনে মাজাহ, ৩/৫২৩, হাদীস: ৩১১৭)**

www.dawateislami.net

ইয়া ইলাহী তু মদীনে মে কভী রমযাঁ দেখা
মুদ্দাতো ছে দিল মে ইয়ে আত্তার কে আরমান হে

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

(১০) নিশ্চয় **আল্লাহ পাক** রমযানের রোযা তোমাদের উপর ফরয করেছেন আর আমি তোমাদের জন্য রমযানের রাতের ইবাদতকে সুন্নাত সাব্যস্ত করেছি। সুতরাং যে ব্যক্তি রমযানে রোযা রাখলো ও ঈমান সহকারেও আরো সাওয়াব অর্জনের নিয়্যতে কিয়াম করে (অর্থাৎ তারাবীর নামায পড়ে) তবে সে নিজের গুনাহ থেকে এমনভাবে বেরিয়ে গেলো যেমন জন্মের দিন তার মা তাকে (নিষ্পাপ) জন্ম দিয়েছে। (নাসায়ী, ৩৬৯ পৃষ্ঠা, হাদীস ২২০৭)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

(১১) মানুষের প্রতিটি নেক আমলের প্রতিদান দশ থেকে সাতগুণ পর্যন্ত দান করা হয়, **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করেন: اِلَّا الصَّوْمَ فَاِنَّه لِىْ وَاَنَا اَجْزِىْ بِه অর্থাৎ রোযা ব্যতীত কেননা রোযা আমার জন্য আর এর প্রতিদান আমি নিজেই দিবো। **আল্লাহ পাক** আরো ইরশাদ করেন: বান্দা নিজের আহার ও প্রবৃত্তি শুধুমাত্র আমার কারণে ত্যাগ দিয়েছে। রোযাদারের জন্য দুইটি খুশি রয়েছে, একটি হলো ইফতারের সময়,

www.dawateislami.net

অপরটি হলো আপন প্রতিপালকের সাথে সাক্ষাতের সময়, রোযাদারের মুখের গন্ধ **আল্লাহ পাকের** নিকট মেশকের চেয়েও বেশি পবিত্র। (মুসলিম, ৫৮০ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১১৫১)

রোযাদারো! ঝুম যাও কিউ কে দিদারে খোদা
খুলদ মে হোগা তুমহে ইয়ে ওয়াদায়ে রহমান হে

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

(১২) রোযা হলো ঢাল (স্বরূপ) আর যখন কারো রোযার দিন আসে তখন সে না অনর্থক কথা বলবে, আর না চিৎকার চেচামেচি করবে, অতঃপর যদি অন্য কোন ব্যক্তি তাকে গালমন্দ বা ঝগড়া করতে চাই তাহলে বলে দিবে: আমি রোযাদার। (বুখারী, ১/৬১৪, হাদীস: ১৮৯৪)

বে যা বক বক কি খাসলত ভী টল জায়েগি
মাদানী মাহোল মে কর লো তুম ইতিকাফ
খুশ খোদা হোগা বন জায়েগি আখিরাত
মাদানী মাহোল মে কর লো তুম ইতিকাফ

تُوْبُوْا اِلَى الله! اَسْتَغْفِرُ الله
صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

(১৩) যে ব্যক্তি **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টির জন্য একদিনের রোযা রাখলো, **আল্লাহ পাক** তাকে জাহান্নাম থেকে

www.dawateislami.net

এতো দূরে রাখবেন যেমন একটি কাক, যে তার শৈশব থেকে উড়তে আরম্ভ করে অবশেষে বৃদ্ধ হয়ে মারা যায়। (মসনদে আবি ইয়া'লা, ১/৩৮৩, হাদীস: ৯১৭)

আসিউ কি মাগফিরাত কা লে কর আয়া হে পায়াম
ঝুম যাও মুজরিমো! রমযাঁ মাহে গুফরান হে

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

(১৪) যে ব্যক্তি রমযান মাসে একটি রোযাও নিরবতা ও প্রশান্তির সহকারে রাখলো তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর সবুজ পান্না বা লাল পদ্মরাগ মণি দিয়ে তৈরী করা হবে। (মু'জাম আওসাত, ১/৩৭৯, হাদীস: ১৭৬৮)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

(১৫) প্রত্যেকটা জিনিসের জন্য যাকাত রয়েছে আর শরীরের যাকাত হলো রোযা আর রোযা হলো ধৈর্যের অর্ধেক। (ইবনে মাজাহ, ২/৩৪৭, হাদীস: ১৭৪৫)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

(১৬) রোযাদারের ঘুমানো ইবাদত ও তার নিরবতা তাসবীহ পাঠ করা এবং তার দোয়া কবুল আর তার আমল কবুল হয়ে থাকে। (শুয়াবুল ঈমান, ৩/৪১৫, হাদীস: ৩৯৩৮)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

(১৭) **আল্লাহ পাক** রমযান মাসে প্রতিদিন ইফতারের সময় দশ লক্ষ এমন গুনাহগারকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেন যাদের উপর গুনাহের কারণে জাহান্নাম ওয়াজিব হয়ে গিয়েছিল, এছাড়া জুমার দিন ও রাতে প্রত্যেকটা ঘন্টায় এমন দশ লক্ষ গুনাহগারদের জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেয়া হয়, যারা শাস্তির উপযুক্ত বলে সাব্যস্ত হয়েছিলো।

(মসনদুল ফেরদৌস, ৩/৩২০, হাদীস: ৪৯৬০)

ভাইয়ো বেহনো! গুনাহো ছে সভী তাওবা করো
খুলদ কে দর খুল গেয়ে হে দাখেলা আসান হে

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

(১৮) যে বান্দার রোযা অবস্থায় সকাল হয়, তার জন্য আসমানের দরজা খুলে দেয়া হয় এবং অঙ্গ প্রতঙ্গ তাসবীহ পাঠ করে আর দুনিয়ার আসমানে অবস্থানকারী (ফেরেশতা) তার জন্য সূর্যাস্ত পর্যন্ত মাগফিরাতের দোয়া করতে থাকে। যদি সে এক অথবা দুই রাকাত নামায পড়ে তাহলে এগুলো তার জন্য আসমানে নূর হয়ে যায় আর হুরে আইন (অর্থাৎ বড় চক্ষু বিশিষ্ট হুরদের) মধ্য হতে তার স্ত্রীগণ বলে: হে **আল্লাহ পাক**! তুমি তাকে আমাদের নিকট পাঠিয়ে দাও আমরা তার সাক্ষাতের জন্য খুব আগ্রহী। আর যদি لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ

www.dawateislami.net

অথবা سُبْحٰنَ اللّٰه বা اَللّٰهُ اَكْبَرُ পড়ে, তখন ৭০ হাজার ফেরেশতা সেগুলোর সাওয়াব সূর্য অস্ত যাওয়া পর্যন্ত লিখতে থাকে।

(শুয়াবুল ঈমান, ৩/২৯৯, হাদীস: ৩৫৯১)

হার খতা তু দর গুযার কর বেকস ও মাজবুর কি
ইয়া ইলাহী মাগফিরাত কর বেকস ও মাজবুর কি
নামায়ে বদকার মে হুসনে আমল কুয়ি নেহী
লাজ রাখনা রোযে মাহশার বেকস ও মাজবুর কি

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

(১৯) যে (ব্যক্তি) হালাল উপার্জন দ্বারা রমযানের ইফতার করায় রমযানের সকল রাতে ফেরেশতাগণ তার উপর দরূদ (রহমত) প্রেরণ করে এবং শবে কদরে জিব্রাইল (عَلَيْهِ السَّلَام) তার সাথে মুসাফাহা করেন আর যার সাথে জিব্রাইল (عَلَيْهِ السَّلَام) মুসাফাহা করে নেন, তার চোখ দিয়ে অশ্রু প্রবাহিত হয় এবং তার অন্তর নরম হয়ে যায়।

(জমউল জাওয়ামে, ৭/২১৭, হাদীস: ২২৫৩৪)

ইয়া খোদা! মেরী মাগফিরাত ফরমা বাগে ফৈরদৌস মরহামত ফরমা
হো না আত্তার হাশর মে রুসওয়া বে হিসাব ইস কি মাগফিরাত ফরমা

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

(২০) যে ব্যক্তি মন্দ কথা বলা ও সেটার উপর আমল করা ছেড়ে না দেয়, তবে **আল্লাহ পাকের** তার ক্ষুধার্ত ও পিপাসার্ত থাকার কোন প্রয়োজন নেই। (বুখারী, ১/৬২৮, হাদীস: ১৯০৩)

www.dawateislami.net

হযরত আল্লামা আলী ক্বারী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই হাদীসে পাকের ব্যাখ্যায় বলেন: মন্দ কথা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো সকল প্রকার নাজায়িয কথাবার্তা যেমন মিথ্যা, অপবাদ, গীবত, গালি-গালাজ, অভিশাপ দেয়া ইত্যাদি যেগুলো থেকে বেঁচে থাকা জরুরী। (মিরকাতুল মাফাতীহ, ৪/৪৯১) অন্য স্থানে **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "শুধুমাত্র পানাহার থেকে বিরত থাকার নাম রোযা নয় বরং রোযা তো হচ্ছে; অনর্থক ও অহেতুক কথা (অর্থাৎ ঐ কথা যেগুলো করার মধ্যে অবাধ্যতা রয়েছে) সেগুলো থেকে বেঁচে থাকা। (মুসতাদরাক, ২/৬৭, হাদীস: ১৬১১)

বক বক কি কহি লাত না জাহান্নাম মে গিরা দে
আল্লাহ যবাঁ কা হো আতা কুফ্‌লে মদীনা

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

(২১) রোযা অবস্থায় যার ইন্তেকাল হলো, **আল্লাহ পাক** তাকে কিয়ামত পর্যন্ত রোযার সাওয়াব দান করবেন। (মসনাদুল ফেরদৌস, ৩/৫০৪, হাদীস: ৫৫৫৭)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

(২২) রমযান মাসে **আল্লাহ পাকের** যিকিরকারীকে ক্ষমা করে দেয়া হয় আর এই মাসে **আল্লাহ পাকের** দরবারে প্রার্থনাকারী বঞ্চিত থাকে না। (শুয়াবুল ঈমান, ৩/৩১১, হাদীস: ৩৬২৭)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

(২৩) এই রমযান তোমাদের নিকট এসেছে, এই মাসে জান্নাতের দরজা খুলে দেয়া হয় ও জাহান্নামের দরজা বন্ধ করে দেয়া হয় এবং শয়তানকে বন্দি করা হয়। বঞ্চিত হলো ঐ ব্যক্তি, যে রমযানকে পেলো কিন্তু তার মাগফিরাত হলো না, যখন তার রমযানে মাগফিরাত হয়নি তবে কখন হবে! (মু'জাম আওসাত, ৫/৩৬৬, হাদীস: ৭৬২৭)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

(২৪) পাঁচ ওয়াক্ত নামায, (এক) জুমা থেকে পরবর্তী জুমা ও এক রমযান মাস থেকে পরবর্তী রমযান মাস পর্যন্ত গুনাহ সমূহের কাফফারা হয়ে যায়, যতক্ষণ কবীরা গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা হয়। (মুসলিম, ১৪৪, হাদীস: ২৩৩)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

(২৫) যদি বান্দারা জানতো যে, রমযান কী, তবে আমার উম্মত আকাংখা করতো যে, হায়! সারা বছর যদি রমযানই হতো। (সহীহ ইবনে খুযাইমা, ৩/১৯০, হাদীস: ১৮৮৬)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

(২৬) যে রমযানের একদিনের রোযা শরীয়াতের অনুমতি ছাড়া বা রোগাক্রান্ত হওয়া ছাড়া ইফতার করেছে

www.dawateislami.net

(অর্থাৎ ভঙ্গ করেছে) তবে সারা বছর রোযা রাখলেও সেটার কাযা আদায় হবে না। যদিওবা পরবর্তীতে রেখেও নেয়। (তিরমিযি, ২/১৭৫, হাদীস: ৭২৩) অর্থাৎ সেই ফযীলত, যা রমযানুল মোবারকে রোযা রাখার জন্য নির্ধারিত ছিলো, এখন তা কোন ভাবেই পাওয়া যাবে না। (বাহারে শরীয়াত, ১/৯৮৫)

দো জাহাঁ কি নিয়ামতে মিলতি হে রোযাদার কো
জু নেহী রাখতা হে রোযা ওহ বড়া নাদান হে

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

(২৭) আমি ঘুমিয়ে ছিলাম, তখন স্বপ্নে দুইজন লোক আমার কাছে আসলো আর আমাকে একটি দুর্গম পাহাড়ে নিয়ে গেলো, যখন আমি পাহাড়ের মধ্যবর্তী অংশে পৌঁছলাম, তখন সেখানে খুবই ভয়ংকর আওয়াজ আসছিল, আমি বললাম: "এটি কিসের আওয়াজ?" তখন আমাকে বলা হলো: এটা জাহান্নামীদের আওয়াজ। এরপর আমাকে আরো সামনে নিয়ে যাওয়া হলো, তখন আমি কিছু এমন লোকের পাশ দিয়ে গমন করলাম যাদেরকে তাদের গোড়ালীর শিরায় বেঁধে (উপুড় করে) ঝুলানো হয়েছে এবং তাদের চোয়াল ফাটিয়ে দেয়া হয়েছে ফলে তা থেকে রক্ত প্রবাহিত হচ্ছিল। তখন আমি জিজ্ঞাসা করলাম: "এরা কারা?" তখন আমাকে

www.dawateislami.net

বলা হলো "এসব লোক রোযার ইফতার করা হালাল (বৈধ) হওয়ার পূর্বে ইফতার করে ফেলতো।

(সহীহ ইবনে হাব্বান, ৯/২৮৬, হাদীস: ৭৪৪৮)

বে নামাযী রহে কুছ না রোযে রাখে ইন কো কিস নে কাহা আশিকানে রাসূল?

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

(২৮) আমার উম্মত অপমানিত ও লাঞ্ছিত হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা রমযান মাসের হক আদায় করতে থাকবে।" আরয করা হলো: **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! রমযানের হক নষ্ট করার মধ্যে তাদের অপমানিত ও লাঞ্ছিত হওয়াটা কি? ইরশাদ করলেন: "এই মাসে তাদের হারাম কাজ করা।" ইরশাদ করলেন: "যে ব্যক্তি এই মাসে যেনা করলো অথবা মদ পান করলো তবে আগামী রমযান পর্যন্ত **আল্লাহ পাক** ও আসমানি যতো ফেরেশতা রয়েছে তার উপর অভিশাপ দিতে থাকবে, সুতরাং এই ব্যক্তি পরবর্তী রমযান মাস আসার পূর্বেই যদি মারা যায়, তাহলে তার কাছে এমন কোন নেকী থাকবে না, যা তাকে জাহান্নামের আগুণ থেকে বাঁচাতে পারবে। সুতরাং তোমরা রমযান মাসের ব্যাপারে ভয় করো কেননা যেমনিভাবে এই মাসে অন্যান্য মাসের তুলনায় নেকী বৃদ্ধি করে দেয়া হয় তেমনিভাবে গুনাহের বিষয়ও।

(মু'জামু সগীর, ১/২৪৮)

www.dawateislami.net

تُوْبُوْا اِلَى اللّٰه! اَسْتَغْفِرُ اللّٰه

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد!

সাহ্‌রী সম্পর্কিত প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ৩টি বাণী

(২৯) রোযা রাখার জন্য সাহ্‌রী খেয়ে শক্তি অর্জন করো আর দিনে (অর্থাৎ দুপুরের সময়) আরাম (অর্থাৎ কাইলুলা) করে রাতের ইবাদতের জন্য শক্তি অর্জন করো।

(ইবনে মাজাহ, ২/৩২১, হাদীস: ১৬৯৩)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

(৩০) সাহ্‌রী হচ্ছে সম্পূর্ণটাই বরকতময়। সুতরাং তোমরা তা বর্জন করোনা, অন্তত এক চুমুক পানি হলেও পান করে নাও। নিশ্চয় **আল্লাহ পাক** ও তাঁর ফেরেশতাগণ সাহ্‌রী আহারকারীগণের উপর রহমত প্রেরণ করেন।

(মসনদে ইমাম আহমদ, ৪/৮৮, হাদীস: ১১৩৯৬)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

(৩১) তিন ব্যক্তি যতই আহার করুক তার কোন হিসাব হবে না তবে শর্ত হলো খাবার যেন হালাল হয় (১) রোযাদার ইফতারের সময় (২) সাহ্‌রী আহারকারী

www.dawateislami.net

(৩) মুজাহিদ, যে **আল্লাহ পাকের** রাস্তায় ইসলামী রাষ্ট্রের সীমান্ত রক্ষার কাজ করে। (মু'জাম কবির, ১১/২৮৫, হাদীস: ১২০১২)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

ফারূকে আযম رَضِیَ اللهُ عَنْهُ 'র বাণী

মুসলমানদের দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর ফারূকে আযম رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বলেন: ঐ মাসকে স্বাগতম, যেটা আমাদেরকে পবিত্রকারী। পুরো রমযান কল্যাণ আর কল্যাণ দিনের বেলার রোযা হোক বা রাতের ইবাদত, এই মাসে ব্যয় করা ধর্মীয় লড়াইয়ে ব্যয় করার মর্যাদা রাখে।

(তাম্বীহুল গাফিলীন, ১৭৭ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

উম্মুল মুমিনীন আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللهُ عَنْهَا 'র বানী

(১) যখন রমযান মাস আসতো তখন **হুযুরে আকরাম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর রং মোবারক পরিবর্তন হয়ে যেতো আর তিনি অধিকহারে নামায পড়তেন ও অধিকহারে দোয়া করতেন। (শুয়াবুল ঈমান, ৩/৩১০, হাদীস: ৩৬২৫)

তুঝ পে সদকে যাও রমযাঁ তু আযিমুশ শান হে,
তুঝ মে নাযিল হুক তায়ালা নে কিয়া কুরআন হে

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

(২) যখন রমযান মাস আসতো তখন **নবীয়ে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বিশদিন নামায ও ঘুমকে একত্রিত করতেন অতঃপর যখন শেষ দশদিন আসতো তখন **আল্লাহ পাকের** ইবাদতের জন্য প্রস্তুত হয়ে যেতেন।

(মুসনদে ইমাম আহমদ, ৯/৩৩৮, হাদীস: ২৪৪৪৪)

ইবাদত মে তিলাওয়াত মে রিয়াযত মে লাগা দেয় দিল
মে রমযান কে সদকে মে ফরমা দে করম মাওলা

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا 'র বাণী

(১) **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم লোকদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি দানশীল ছিলেন। রমযান শরীফে **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم (বিশেষ করে) অনেক বেশি বেশি দান-সদকা করতেন। হযরত জিব্রাঈল আমিন عَلَيْهِ السَّلَام রমযানুল মোবারকের প্রতিটি রাতে সাক্ষাতের জন্য উপস্থিত হতেন ও **রাসূলে করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তার সাথে কুরআনে পাক পুনরাবৃত্তি করতেন। যখনই হযরত জিব্রাঈল আমিন عَلَيْهِ السَّلَام **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم 'র খিদমতে আসতেন তখন তিনি দ্রুতগামী বাতাসের চেয়েও বেশি কল্যাণের ব্যাপারে দান করতেন। **(বুখারী, ১/৯, হাদীস: ৬)**

www.dawateislami.net

হাত উঠা কর এক টুকরা এ করীম হে সখী কে মাল মে হকদার হাম

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

(২) যখন রমযান মাস আসতো তখন **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم প্রত্যেক কয়েদীকে মুক্ত করে দিতেন ও প্রত্যেক ভিখারীকে দান করতেন। (শুয়াবুল ঈমান, ৩/৩১১, হাদীস: ৩৬২৯)

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যুগেও কি কয়েদী ছিলো?

প্রসিদ্ধ মুফাসসির হাকিমুল উম্মত মুফতি আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বর্ণনাকৃত হাদীসে মোবারকার অংশ: "প্রত্যেক কয়েদীকে মুক্ত করে দিতেন" এটার প্রসঙ্গে মিরাত ৩য় খন্ড ১৪২ পৃষ্ঠায় বলেন: সত্য বলতে, এখানে কয়েদী দ্বারা উদ্দেশ্য হলো: ঐ ব্যক্তি, যে হাক্কুল্লাহ বা হাক্কুল ইবাদ (অর্থাৎ বান্দার হক) এর কারণে গ্রেফতার হতো ও মুক্ত করে দেয়ার দ্বারা তাদের হক আদায় করে দেয়া অথবা করিয়ে দেয়া উদ্দেশ্য।

হযরত কা'বুল আহবার رَضِیَ اللهُ عَنْهُ 'র বাণী

কিয়ামতের দিন একজন ঘোষণাকারী এভাবে ঘোষণা করবে: প্রত্যেক বপনকারীকে (আমলকারীকে) তার ক্ষেত (অর্থাৎ আমল) অনুযায়ী প্রতিদান দেয়া হবে কুরআন

www.dawateislami.net

ওয়ালারা (অর্থাৎ আলিমে কুরআন) ও রোযাদারগণ ব্যতীত কেননা তাদেরকে অফুরন্ত ও অসংখ্য প্রতিদান দেয়া হবে।

(শুয়াবুল ঈমান, ৩/৪১৩, হাদীস: ৩৯২৮)

রোযাদারো! ঝুম যাও কিউকে দিদারে খোদা
খুলদ মে হুগা তুমহে ইয়ে ওয়াদায়ে রহমান হে

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

হযরত ইব্রাহিম নাখয়ী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ 'র বাণী

হযরত ইব্রাহিম নাখয়ী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: রমযান মাসে একদিনের রোযা রাখা এক হাজার দিনের রোযা রাখার চেয়ে উত্তম ও রমযান মাসে একবার তাসবীহ পড়া (سُبْحٰنَ الله বলা) এই মাস ব্যতীত (অন্যান্য মাসে) একহাজার বার তাসবীহ পাঠ করার অপেক্ষা উত্তম এবং রমযান মাসে এক রাকাত নামায পড়া রমযান ব্যতীত (অন্য মাসে) একহাজার রাকাতের চেয়েও উত্তম। **(তাফসীরে দুররে মানসুর, ১/৪৫৪)**

দাতাগঞ্জে বখশ আলী হাজবেরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ 'র বাণী

রোযার বাস্তবতা হলো "বিরত থাকা" আর বিরত থাকার অনেক শর্ত রয়েছে যেমন পাকস্থলীকে খাওয়া-দাওয়া থেকে বিরত রাখা, চক্ষুকে কুদৃষ্টি থেকে বিরত রাখা, কানকে গীবত শোনা থেকে, মুখকে অনর্থক ও অশ্লিল কথা বলা

www.dawateislami.net

থেকে এবং শরীরকে **আল্লাহ পাকের** আদেশ অমান্য করা থেকে বিরত রাখার (নামই হলো) রোযা। যখন বান্দা এসকল শর্ত মেনে চলবে, তখন সে সত্যিকারের রোযাদার হবে।

(কাশফুল মাহজুব, ৩৫৩, ৩৫৪ পৃষ্ঠা)

ওয়াসেতা রমযান কা ইয়া রব হামে তু বখশ দে
নেকীউ কা আপনে পল্লে কুছ নেহী সামান হে

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

রোযার তিনটি স্তর

রোযার তিনটি স্তর রয়েছে (১) সাধারণ (মানুষের) রোযা (৩) বিশেষ (ব্যক্তিদের) রোযা (৩) একান্ত বিশেষ (ব্যক্তিদের) রোযা।

সাধারণ (লোকদের) রোযা: রোযার শাব্দিক অর্থ হলো "বিরত থাকা" সুতরাং পরিভাষায় সুবহে সাদিক থেকে শুরু করে সূর্যাস্ত পর্যন্ত ইচ্ছাকৃতভাবে খাওয়া-দাওয়া, পান করা এবং স্ত্রী সহবাস থেকে বিরত থাকাকে রোযা বলা হয় আর এটাই হলো সাধারণ লোকদের রোযা।

বিশেষ (লোকদের) রোযা: খাওয়া-পান করা ও স্ত্রী সহবাস থেকে বিরত থাকার সাথে সাথে শরীরের প্রত্যেকটা অঙ্গকে মন্দ কাজ থেকে "বিরত" রাখা হলো বিশেষ লোকদের রোযা। **(বাহারে শরীয়াত, ১/৯৬৬ পৃষ্ঠা, ৫ খন্ড)**

www.dawateislami.net

একান্ত বিশেষ লোকদের রোযা: নিজেকে সকল বিষয় থেকে বিরত রেখে শুধুমাত্র **আল্লাহ পাকের** দিকে মনোনিবেশ করা হলো একান্ত বিশেষ (ব্যক্তিদের) রোযা।

দিজিয়ে কুফ্‌লে মদীনা দিজিয়ে দিজিয়ে রহমত এ নানায়ে হুসাইন
হার ওলী কা ওয়াসেতা আত্তার পর কিজিয়ে রহমত এ নানায়ে হুসাইন

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন নঈমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ'র বাণী

এই মোবারক মাসের মোট চারটি নাম রয়েছে: (১) রমযান মাস (২) মাহে সবর (৩) মাহে মুওয়াসাত (৪) মাহে ওস'আতে রিযিক। আরো বলেন: রোযা হলো ধৈর্য, যার প্রতিদান স্বয়ং **আল্লাহ পাক**। আর রোযা এই মাসেই (রমযানে) রাখা হয়। একারণে একে 'মাহে সবর' বলা হয়। 'মুয়াসাত' মানে উপকার করা। যেহেতু এই মাসে সকল মুসলমানের সাথে, বিশেষকরে নিকটাত্মীয়দের সাথে উত্তম আরচণ করা বেশি সাওয়াবের কাজ, তাই একে 'মাহে মুয়াসাত' বলা হয়। এতে জীবিকাও প্রশস্ত হয়, ফলে গরীবরাও নেয়ামত ভোগ করে, এজন্য এর নাম 'মাহে ওসআ'তে রিযিকও রাখা হয়। (তাফসীরে নঈমী, ২/২০৮)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه
এর লিখাঃ

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

হেড অফিস : ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৭১৪১১২৭২৬

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭

আল-ফাতাহ্ শপিং সেন্টার, ২য় তলা, ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯

কাশারীপট্টি, মাজার রোড, চকবাজার, কুমিল্লা। মোবাইল: ০১৭৯৪৭৮১৩২৬

E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com, banglatranslation@dawateislami.net, Web: www.dawateislami.net